

সত্যযুগ - এপ্রিল ২০১৫

ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলা ছাত্রদের জন্য অধ্যয়ন সামগ্রী - পাত্র পুষ্প।

সূচিপত্র

১. সিস্টার শিবানীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য।
২. সুরজ ভাইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য।
৩. দাদী প্রকাশমনিজীর কিছু অনমোল বচন।
৪. অব্যক্ত ইশারা।
৫. দাদী জানিকর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য।
৬. জ্ঞান সরিতা - ৬ থেকে কিছু অধ্যয়ন।
৭. দাদী গুলজারজীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য।
৮. ভগবানের সাথী - দাদী জানকী।
৯. বিঘ্ন বিনাশক হও।
১০. উমং উত্সাহ আর সেবাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করার জন্য কিছু বিশেষ চিত্র।

সিস্টার শিবানীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য।

- * আমার প্রতিক্রিয়া লোকেদের প্রতি নিরভর করবে - আমার ব্যক্তিত্বের ওপরে , অন্যরা কিভাবে আমার সাথে ব্যবহার করলো তার ওপরে না।
- * আমরা কিভাবে চিন্তা করবো আর কিভাবে ব্যবহার করবো সেটা অন্যদের জন্য না , কিন্তু প্রথমে আমাদের জন্য , কারণ সেটার ফলাফল প্রথমে আমাকে ভোগ করতে হবে।
- * আশ আমরা আমাদের মনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ অনি , অন্যদেরকে কন্ট্রোল না করে আর ভেবে যে তারা বদলে গেলে আমাদের মনের চিন্তাধারাও বদলে যাবে।
- * আশ আমরা চুস(choose) করি যে আমরা কি রকম চিন্তা করতে চাই , অনুভব করতে চাই আর কিভাবে প্রত্যেকটা সম্মন্দ সম্পর্কে থাকতে চাই। আমরা সব সময় অন্যদেরকে খুশি করার চেষ্টা করেছি , কারণ আমরা ভাবেছি যে যখন তারা খুশি হবে তখন আমিও খুশি হবো।
- * যখন আমরা কারো জন্য কিছু করি , আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমি চুস (choose) করছি কারণ সে হলো আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি , আর তাই আমরা আমাদের নিজেদের জন্যই করছি , তাহলে আমরাও খুশি থাকবো।
- * নিজের মনকে টিভি , বাজারঘাট ইত্যাদিতে নিয়ে গেলে আমাদের মন কিছুক্ষণের জন্য দুঃখ ভুলে থাকবে , কিন্তু খুশি প্রদান করবে না , কারণ সেই ব্যথা এখনো রয়ে গেছে , সেটাকে সরানোর জন্য আমরা কিছু করিনি।

মাননীয় সুরজ ভাইজীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ
বাক্য।

* ব্যর্থ চিন্তন উত্পন্ন করে - টেনশান।

মনুষ্য নিরন্তর নিজের মনের শক্তির প্রয়োগ করছে , অথবা এমন বলা যেতে পারে প্রয়োগের থেকে বেশি এই অনমোল শক্তির দূরব্যবহার করছে। যে কোনো শক্তিকে নষ্ট করলে সেটার অভাব হয়ে যায়। মনের শক্তিকে নষ্ট করার কারণে মন নির্বল হয়ে গেছে। যে কোনো শক্তিহীন বস্তু স্থির হয় না , এই রকমই মনও অস্থির বা চঞ্চল হয়ে এইদিক ওদিকে ভোটকে গেছে।

মনকে কমজোর করেছে , আত্মার মহাশত্রু মনোবিকার। এই মনবিকারকে মনুষ্য জীবনের আনন্দ ভেবেছে বা নিজের মিত্র ভেবেছে , কিন্তু এই ডাকাত জীবনের আনন্দ লুটে নিয়েছে। সত্যি কথা বলতে বিষয়-বিকারই মনুষ্যকে ভোটকে দিয়েছে।

ভোটকে যাওয়া মনুষ্যের আজ শক্তি কই ? ভোটকে যাওয়া মন উধাশীনতা , উলঝে পরা , নিরসতা বা চিরচিরাপনার শিকার হয়ে গেছে আর টেনশান হলো এই সব কিছুর দেন। যখন মনের এই প্রকারের স্তিতি হয়ে যায় তখন সে ব্যর্থ বিচারের শিকার হয়ে যায়। তখন মনুষ্য সেটা ভাবে যেটা তার ভাবার প্রয়োজন নেই আর সে সেটা চিন্তন করে না যেটা তার করা প্রয়োজন। ব্যর্থ চিন্তনে মনের গতি অতি তীব্র হয়ে যায় আর সেটাকে ব্রেক লাগানোতে দেবী হয়ে যায়।

তোমরা নিজেকে মনের নিরীক্ষণ করো - তোমরা কি ভাবো ? তোমাদের চিন্তনের ধারা কোন দিকে যায় ? চোখ খোলার সাথে সাথেই তোমরা কি ভাবো ? সওয়ার সময় তোমাদের বিচারের প্রবাহ কিরকম থাকে ? যখন কেও তোমাকে কিছু ভুল বলে দেয় , তখন তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় ? যখন তোমরা অসুস্থ থাকো তখন তোমাদের মন কোথায় ব্যাড়াতে যায় ? যখন তোমরা সমস্যাতে ঘিরে থাকো তখন কি ভাবো আর যখন সব কিছু তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে থাকে তখন তোমাদের চিন্তন কোন প্রকারের হয় ?

যদি তোমাদের ভুল চিন্তনের অভ্যাস হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তোমাদের মন কখনো টেনশান মুক্ত হতে পারবে না। অনেক লোকেরা ব্যর্থ ভাবছে , অনেকে উল্টো ভাবছে , তোমাদের কিরকম গতি

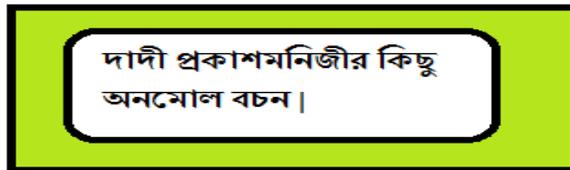
আছে ? এই অভ্যাসকে বদলে ফেলো , একটু ভালো চিন্তন প্রারম্ভ করো | চোখ খোলার সাথে সাথেই ভালো বিচার নির্মান করো , যদি তোমরা কোনো সাধনা করো তো মনকে থামিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তাকে আনন্দ প্রদান করার বিচারও দেও | কিন্তু এই রকম বিচার আসবে কথা থেকে ?এর জন্য তোমাদেরকে ভালো থেকে ভালো সাহিত্যের অধ্যয়ন করতে হবে |

ওঠার সাথে সাথেই ভাববে , আমি হলাম ভগবানের বাচ্চা | সে আমার পরমপিতা আমার সব দায়িত্ব হলো তার , তার ওপরে আমার দায়িত্ব আছে | সে অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবে | আমার পরমপিতা হলো সর্ব সমর্থ , আমার ওপরে তার ছত্রছায়া আছে আর আমার ওপরে তার অগাদ কৃপা বর্ষিত হচ্ছে |

সুখদায়ী বা শক্তিশালী বিচারের নির্মান করা শেখো | শ্রেষ্ঠ বিচার হলো আমাদের জীবনের অমূল্য নিধি | এই জীবনে , মনে যতো ভালো বিচার উত্পন্ন করতে পারবে , সেই চিন্তনই সুখদায়ী হয়ে যায় |

ব্যর্থ বিচারে লেগে থাকার অর্থ হলো - এমনি এমনি মনের মধ্যে টেনশনের আহ্বান করা | সব কিছু তেমন হয় না যেমন আমরা কল্পনা করতে থাকি | তাই মনের মধ্যে সংকল্পকে পরিবর্তন করার অভ্যাস করো | যেই সংকল্প মনের মধ্যে টেনশান উত্পন্ন করে সেগুলোকে মনের দরজা অবধি পৌছতে দেবে না | সেগুলোর রূপ পরিবর্তন করে দেও |

তোমরা নিজের থেকেই টেনশানে থাকার অভ্যাস করো না | যদি এক বার এই অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে বের হওয়া সহজ হবে না | টেনশান আসলে শিঘ্রই বিচারকে পরিবর্তন করে নিজেকে আনন্দিত করে নেও | এই ভাবে মনের ওপরে কিছু সময় লক্ষ্য দিলে টেনশনের রোগের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে |



* প্রত্যেকে নিজের নিজের চাট চেক করো যে

১. আমি কি পাক্ষা ট্রাস্টি হয়েছি ?

২. বুদ্ধিতে এটা কি পাক্ষা আছে যে এই প্রবৃত্তি বা পরিবার আমার না বাবার ? আমি কর্ম বন্ধনের কারণে পরিবারের পেছনে নিমিত্র আছি কিন্তু এটা আমার পরিবার না বাবার ।

৩. আমার বুদ্ধি কি সম্পূর্ণ সারেনডার হয়েছে ? বুদ্ধি এক দুজনের মধ্যে আটকে তো নেই ?

অনেক বার মাতাদের বাচ্চাদের জন্য খুব মমতা থাকে তাই পতিদেরকেও চোখ দেখায় যে বাবা কি বলেছে যে বাচ্চাদের লক্ষ্য দেবে না । এই রকম জ্ঞান দিয়েছে কি ? এর ফলে নিজেদের মধ্যে দুই রকম মত হয়ে যায় । দুই মতের কারণে একে অপরের সাথে মিষ্টি মিষ্টি ঝগড়া শুরু হয় তাই জন্য ব্যালাঙ্গ রেখে চলা শেখো । মা বাবার বাচ্চাদেরকেও পুরো লক্ষ্য দিতে হবে । প্রবৃত্তিতে যারা থাকে তাদেরকে বাবা বলে যে - যদি তোমরা নিজেদের পরিবার চালাতে পারো তাহলে তুমি বাবারও পরিবার চালাতে পারবে । পরিবার চালানো মানে এই না যে বাবার থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নেবে । পরিবার আর পরমপিতা দুটোরই ব্যালাঙ্গ রাখতে হবে ।

বুদ্ধিতে এটা সদা যেন থাকে যে আমি হলাম একা আর তুমিও হলে একা । তোমাকেও তপস্যাতে থাকতে হবে , আমাকেও থাকতে হবে । এর থেকে মনের মধ্যে অপবিত্র বৃত্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে । সবার প্রথমে আমাদের মন্ত্র হলো - বি হ্রি বি যোগী । তো সকলে নিজেকে জিগেশ করো যে আমি কি পরিবারে এই ভাবে থাকি । এক বাবা আর কেও না ।

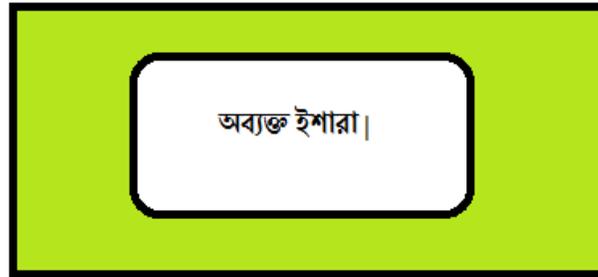
এক দিন বাবা বলেছিল বাচ্চে তোমার কখনো এই অনুভব হয় কি যে আমার ভক্ত আমাকে ডাকছে আর আমি সাক্ষাত্কার স্বরূপ হয়ে সাক্ষাত্কার করাতে যাচ্ছি ? এতে বাবা এটাই বলতে চেয়েছে যে বাচ্চে তোমাদেরকে দেবী দেবতা রূপে , সাক্ষাত্কার স্বরূপ হয়ে থাকতে হবে । যখন সদা নিজেকে স্বরূপ ভাবে আর এক দুজনকে এই রকমই দৃষ্টি দেবে , নেবে তো দেখবে যে প্রবৃত্তিতে আমরা হলাম কম্বাইনড লক্ষী নারায়নের জুটি । সদা একে অপরকে দেখো যে এ হলো শ্রী নারায়ণ , আমি হলাম শ্রী লক্ষী কিন্তু এমনটা আবার না যে আমরাই ভবিষ্যে আবার জুটি হবো । দুজনকে বাবা তাই জন্য উদ্ধারণ বানিয়েছে যে তোমরা প্রত্যেকে হলে চতুরভুজ , চারটি অলংকার সঙ্ক , চক্র , গদা , পদ্ম যেন সাথে থাকে ।

নিয়ের সদা লাইটের চক্র যেন চলতে থাকে । মূলধারের মুরলী বাজাতে থাকো অর্থাৎ সঙ্ক যেন বাজতে থাকে । জ্ঞানের গদার দ্বারা বিকারকে সমাপ্ত করো । তাহলে পদ্মের সমান হয়ে যাবে । এটা হলো প্রবৃত্তির

উধাহরণ, অলংকারের প্রবৃত্তি যেন হয় আমার তমারের না। এই রকম অলংকারধারী থাকলে প্রেম আর শান্তি থাকবে।

অনেক বার প্রেমের মধ্যে মোহ হয়ে যায়। অনেকে বলে যে প্রেম সহকারে তো থাকতেই হয়। তারপরে প্রেমের মধ্যে এসে যায় মোহ মমতা। এটাও হলো গুপ্ত মায়া। প্রেম সহকারে থাকতে হবে এটা তো বুঝলাম, কিন্তু প্রেমের মধ্যে মমতা আছে এই মায়াকে বুঝলাম না। বাবা বলেছে যে প্রেম সহকারে থাকো অর্থাৎ সংস্কারের টুকুর যেন না হয়। বিচারের মধ্যে যখন অন্তর হয় তখন মন্ত্র হলো টুকুর। যখন তোমরা দুজনে সাথে সাথে চলো তখন শ্রীমতকে সদা সাথে রাখো।

নিজেরা যখন সাথে থাকে তখন অনেক বার মনের অবস্থ্যা শুনিয়ে দেয়, অন্যদের কথা সাথীকে শোনায়ে। এক দুজনের কথা শোনাতে শোনাতে পরচিন্তনের চক্র চলে যায়। বাবা তাই তোমাদেরকে প্রবৃত্তি দেয়নি এ কথার চক্রকে রিপ্টিট করো। যদি একজনের কমি অন্য জনকে শোনাও তাহলে সেটার মধ্যে কমির ভাব ভরে দিলে। সেটার মধ্যেও ঘৃনা ভাব এসে যায়। জুটি এর জন্য না যে মনের, এর তার, বায়ুমন্ডলের চিন্তন করো, তার জন্য বাবা মন্ত্র দিয়েছে - শুভ চিন্তনে থাকো, শুভ চিন্তন করো। কখনো নিজেদের মধ্যে পরচিন্তন করবে না। দিলওয়লা তো এক বাবাই আছে তাকে দিল দেও। নিজেদের মধ্যে না। আচ্ছা। ওম শান্তি।



তপস্যা বর্ষের জন্য - হোমওয়ার্ক এপ্রিল ২০১৫

(A) আত্মিক স্তিতির অভ্যাসের দ্বারা শান্তি আর শুভ ভাবনা সম্পন্ন হও

১. অনেক প্রকারের ব্যক্তি , ভৈভব অথবা অনেক প্রকারের বস্তুর সম্পর্কে আসার সাথে সাথে আত্মিক ভাব আর অনাসক্ত ভাব ধারণ করো | এই ভৈভব আর বস্তু অনাসক্তের আগে দাসী রূপে হবে আর আসক্তদের আগে চুম্বকের মতো ফাসিয়ে দেবে |

২. এখন এমন পারদর্শী হয়ে যাও যে তোমাদের শরীরের ভেতরে আত্মা বিরাজমান আছে , সেটা সকলে স্পষ্ট যাতে দেখতে পারে | তোমাদের আত্মিক স্বরূপ তাদেরকে নিজের আত্মিক স্বরূপের সাক্ষাত্কার করিয়ে দেয় , এটাকেই বলা হয় অব্যক্ত বা আত্মিক স্তিতির অনুভব করা |

৩. যখন নিজেকে অকাল স্বরূপ আত্মা ভাববে তখন অকালেমৃত্যু থেকে , অকাল থেকে , সর্ব সমস্যা থেকে বাচতে পারবে | মানসিক চিন্তা , মানসিক পরিস্থিতি সরিয়ে ফেলার একটাই সাধন আছে - নিজের এই পুরনো শরীরকে ভানকে শেষ করে ফেলা | দেহ অভিমানকে সরিয়ে ফেললে সর্ব পরিস্থিতি শেষ হয়ে যাবে |

৪. যেই রকম এই দেহ স্পষ্ট দেখা দেয় সেই রকমই নিজের আত্মার স্বরূপ যেন স্পষ্ট দেখা দেয় অর্থাৎ অনুভবে আসে | মস্তক অর্থাৎ বুদ্ধির স্মৃতির দ্বারা বা দৃষ্টির দ্বারা আত্মিক স্বরূপ ছাড়া আর কিছু যেন দেখা না দেয় বা স্মৃতিতে যেন না আসে | এই রকম নিরন্তর তপস্বী হও তখন প্রত্যেক আত্মার প্রতি কল্যানের শুভ সংকল্প উত্পন্ন হবে |

৫. যেই রকম অনেক জন্ম নিয়ে দেহের স্বরূপের স্মৃতি ন্যাচারাল ছিল সেই রকমই নিজের আসল স্বরূপের স্মৃতির অনুভব একটু সময়ের জন্যও কি করবে না ? এই প্রথম পাঠ সম্পূর্ণ করো তখন নিজের আত্ম অভিমানী স্মৃতির দ্বারা সর্ব আত্মাদেরকে সাক্ষাত্কার করানোর নিমিত্র হয়ে যাবে |

৬. কোনো কমজোর আত্মার কমজোরীকে দেখবে না | এটা যেন স্মৃতিতে থাকে যে বিভিন্ন আত্মা আছে | সকলের প্রতি আত্মিক দৃষ্টি যেন থাকে | আত্মার রূপে তাদেরকে স্মৃতিতে আনতে পারলে শক্তি দিতে পারবে | আত্মা বলছে , আত্মার এই সংস্কার আছে , এই পাঠ পাক্সা করো তাহলে সকলের প্রতি শুভভাবনা থাকবে |

৭. আত্মা শব্দ স্মৃতিতে আসার সাথে সাথেই রুহানিকতার সাথে সাথে শুভভাবনাও এসে যায় | পবিত্র দৃষ্টি হয়ে যায় | যদি কেও গালিও দিতে থাকে কিন্তু যদি এই স্মৃতি থাকে যে এ হলো আত্মা তমগুনি পাট বাজাচ্ছে তাহলে ঘৃনা আসবে না , তার প্রতিও শুভভাবনা হয়ে থাকবে |

৮. যেই রকম যে কোনো ব্যক্তি আয়নার সামনে দাড়াতে নিজের সাক্ষাত্কার করে নেয়, সেই রকমই তোমাদের আত্মিক স্মৃতি, শক্তি রূপি দর্পনের আগে যে কোনো আত্মা আসলে তো সে এক সেকেণ্ডে নিজের স্বরূপের দর্শন বা সাক্ষাত্কার যেন হয়ে যায়। তোমাদের প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক চলনে রূহানিকতার আকর্ষণ যেন হয়। যে স্বচ্ছ, আত্মিক বলে ভরপুর আত্মা আছে তারা সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ অবশ্যই করে।

৯. যেই রকম এটম বোমা এক স্থানে ছাড়া হলে চারিদিকে সেটার অংশ ফেলে যায় - সেটা হলো এটম বোমা আর এটা হলো আত্মিক বোমা। এর প্রভাব অনেক আত্মাকে আকর্ষণ করবে আর সহজেই প্রজার বৃদ্ধি হয়ে যাবে তাই জন্য সঙ্গঠনে আত্মিক স্বরূপের অভ্যাসকে বাড়াও, স্মৃতি স্বরূপ হও তাহলে বায়ুমণ্ডল শক্তিশালী হয়ে যাবে।

১০. এমন কোনো ব্রাহ্মন হবে না যে আত্মা অভিমানী হওয়ার পুরুশার্থী নয়। কিন্তু নিরন্তর আত্মা অভিমানী, যার ফলে কমেদ্রিয়ের ওপরে পুরো বিজয় হয়ে যাবে, প্রত্যেক কমেদ্রিয় সতপ্রধান আর সচ্ছ হয়ে যায়, দেহের পুরনো সংস্কার আর সম্বন্ধের থেকে সম্পূর্ণ মর্জিবা হয়ে যায়, এই পুরুশার্থের থেকেই নাম্বার অনুসারে হয়।

১১. যে কোনো বিঘ্ন থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তি হলো - সেকেণ্ডে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ আত্মিক জ্যোতি স্বরূপ স্মৃতিতে যেন এসে যায় আর কর্মে নিমিত্র ভাবের স্বরূপ - এই ডবল লাইট স্বরূপে স্তিত হয়ে যাও তো সেকেণ্ডে হাই জাম্প দিতে পারবে। কোনো প্রকারের বিঘ্ন আগে এগোনার থেকে আটকাতে পারবে না।

১২. সরণে নিরন্তর থাকার সহজ সাধন হলো - প্রবৃত্তিতে থাকা সত্ত্বেও পর-প্রবৃত্তিতে থাকবে। পর-প্রবৃত্তি অর্থাৎ আত্মিক রূপ। এই রকম আত্মিক রূপে যারা থাকে তারা সদা আলাদা আর স্নেহী হয়। যা কিছু করুক এমন মনে হবে যে কিছুই করেনি কিন্তু খেলা করেছে। এই রূহানি নয়ন, এই রূহানি মূর্তি এমন দিব্য দর্পণ হয়ে যাবে যেই দর্পনে প্রত্যেক আত্মা বিনা পরিশ্রমে আত্মিক স্বরূপই দেখবে।

১৩. যেই রকম অন্য আত্মাদেরকে সেবার ভাবনার সাথে দেখো, বলো, সেই রকমই নিমিত্র হওয়া লৌকিক পরিবারের আত্মাদেরকে সেই প্রমানই চালাতে থাকো। লৌকিকে অলৌকিক স্মৃতি সদা সেবাধারির, ট্রাস্টিপনার স্মৃতি, সকলের প্রতি আত্মিক ভাবের সাথে শুভ কল্যানের, শ্রেষ্ঠ হওয়ার শুভ ভাবনা রাখো। লৌকিকে এসো না।

১৪. সদা অনন্তের আত্মিক দৃষ্টি , ভাই-ভাইয়ের সম্মন্ধের বৃত্তির দ্বারা যে কোনো আত্মার প্রতি শুভ ভাবনার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় তাই জন্য পুরুশার্থে হাপিয়ে পরবে না , উদাসীনতাও আনবে না | নিশ্চয়্যুক্তি হও , আমার আমারের সম্মন্ধের থেকেও আলাদা হয়ে শান্তির আর শক্তির সহযোগ আত্মাদেরকে দিতে থাকো |

(B) আত্মিক স্নেহের মূর্তি হও |

১. ব্রাহ্মন সংগঠনের আধার হলো আত্মিক স্নেহ | চলতে-ফিরতে আত্মিক স্নেহের বৃত্তি , বোল , সম্মন্ধ-সম্পর্ক অর্থাৎ কর্ম যেন হয় | ব্রাহ্মন জীবনের ন্যাচারাল নেচার হলো মাস্টার প্রেমের সাগর হওয়া | এই নেচারকে ধারণ করো |

২. সময় অনুসারে স্নেহ আর আইনের (love and law) ব্যালাপ রাখো কিন্তু আইনের মধ্যেও স্নেহ যেন অনুভব হয় | এর জন্য আত্মিক স্নেহের মূর্তি হও তখন সব সমস্যাকে সমাধান করাতে সহযোগী হতে পারবে | শিক্ষার সাথে সহযোগ দেওয়াই হলো আত্মিক স্নেহের মূর্তি হওয়া |

৩. আত্মিক স্বরূপে থাকলে লৌকিকে থাকা সত্ত্বেও অলৌকিকতা অনুভব করতে পারবে | নিজেকে আত্মিক স্বরূপে আলাদা ভাবে হবে | কর্তব্য থেকে আলাদা হওয়া তো সহজ , এর দ্বারা দুনিয়ার স্নেহী হবে না , দুনিয়ার স্নেহী তখন হবে যখন শরীরের থেকে আলাদা আত্মা রূপে কাজ করবে | এর দ্বারাই মনের প্রিয় , প্রভু প্রিয় আর লোক প্রিয় হয়ে যাবে |

৪. কখনো কথাও যাও তো এটাই লক্ষ্য রাখবে যে সেখানে সরনাগত হয়ে যাওয়ার , ওটা তখন হবে যখন আত্মিক স্নেহের উপহার সাথে হবে | এই আত্মিক স্নেহ পাথরকেও জল করে দেবে | এর দ্বারা যে কোনো কারো ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করা সম্ভব |

৫. আত্মিক স্নেহের সাথে যতো এক দুজনের স্নেহী সহযোগী হবে ততই মায়ার বিঘ্ন সরাতে সহযোগ পেতে থাকবে | সহযোগ দেওয়া অর্থাৎ সহযোগ নেওয়া | তো আত্মিক স্নেহ দিতে হবে আর মায়ার ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করার সহযোগ নিতে হবে | এটা হলো লেন দেনের হিসেব |

৬. যেই রকম কাপড় সেলাই করার সাধন হলো সুতো , সেই রকম ভবিষ্যের সম্মন্ধ জুড়ে ফেলার সাধন হলো আত্মিক স্নেহ রূপি সুতো | জুড়ে ফেলার সময় আর স্থান হলো এটা | কিন্তু এই ঈশ্বরীয় স্নেহ বা আত্মিক স্নেহ তখন জুড়ে যেতে পারে যখন অনেক দেহধারির থেকে স্বার্থের স্নেহ সমাপ্ত হয়ে যাবে |

৭. যেখানে দেখো , যাকে দেখো চলতে ফিরতে তাদের আত্মিক স্বরূপই যেন দেখা দেয়। যেই রকম যখন কারো চোখ খারাপ হয় তখন একের জাগায় দুটো করে দেখতে পায়। এই রকমই এখানেও দৃষ্টি যদি পুরোপুরি না বদলে থাকে তাহলে দেহী আর দেহ দুটোই দেখতে পাবে।

৮. এখন আত্মিক স্তিতি কখনো-কখনো দেহের পর্দার ভেতরে লুকিয়ে যায় , তাই এই স্তিতিও পর্দার ভেতরে দেখা দেয়। আত্মিক স্মৃতি স্পষ্ট আর অনেক সময় থাকলে নিজেদের ভবিষ্যের উপহার অথবা নিজেদের ভবিষ্যের সংস্কার স্বরূপে নিজেদের সামনে আসবে। ভবিষ্যের সংস্কার স্পষ্ট স্মৃতিতে আনতে হলে আত্মিক স্বরূপের স্মৃতি সদাকাল আর স্পষ্ট যেন থাকে।

৯. যেই রকম অনেক জন্ম নিজেদের দেহের স্বরূপের স্মৃতি ন্যাচারাল ছিল , সেই রকমই নিজেদের আসল স্বরূপের স্মৃতির অনুভব হওয়া দরকার। এই আত্মা অভিমানী স্মৃতির দ্বারা সকল আত্মাদেরকে সাক্ষাত্কার করানোর নিমিত্ত হয়ে যাবে। এই স্মৃতিই বিজয় মালার দানা বানিয়ে দেবে।

১০. আত্মা বলছে। আত্মার এই সংস্কার আছে ... এই প্রথম পাঠ পাক্সা করো। আত্মা শব্দ স্মৃতিতে আসার সাথে সাথেই রুহানিকতা-শুভভাবনা এসে যাবে। দৃষ্টি পবিত্র হয়ে যাবে। সকলের স্নেহী সহযোগী হয়ে যাবে।

১১. শরীরে হওয়া সত্ত্বেও নিরাকারী আত্মিক রূপের স্মৃতিতে থাকো তো এই সকার রূপ হারিয়ে যাবে। যেই রকম সকার বাবাকে দেখেছ , ব্যক্ত হারিয়ে গিয়ে অব্যক্ত দেখা দিত। তো এই রকম অবস্থ্যা বানানোর জন্য মন্সাতে নিরাকারী স্টেজ , বাচাতে নিরহঙ্কারী আর কর্মে নির্বিকারী স্টেজ যেন হয়। সংকল্পে যেন কোন বিকারের অংশ না হয়।

১২. প্রথম পাঠ আত্মিক স্মৃতির পাক্সা করো। আত্মা এই কমেদ্দ্রিযের দ্বারা কর্ম করছে। তাহলে অন্য আত্মাদেরও কর্ম দেখে এই স্মৃতি থাকবে যে এও হলো আত্মা কর্ম করছে। এই রকম অলৌকিক দৃষ্টি , যাকে দেখো আত্মা রূপে দেখো। এর দ্বারা প্রত্যেক কমেদ্দ্রিয সতপ্রধান সচ্ছ হয়ে যাবে।

১৩. যেই রকম সেকেন্ডে লাইটের সুইচ অন করলে অন্ধকার শেষ হয়ে যায় , সেই রকমই স্ব্মানের স্মৃতির সুইচ অন করো তো ভিন্ন-ভিন্ন দেহ-অভিমান সমাপ্ত করার পরিশ্রম করতে হবে না। সহজেই আত্মা অভিমানী স্তিতি হয়ে যাবে। এই স্তিতিই হলো রুহানি স্নেহের অনুভব করবে।

১৪. আত্মিক স্তিতিতে থাকলে চেহেরা কখনো গম্ভীর দেখা দেবে না। গম্ভীর হওয়া ভালো কিন্তু টু মাচ (খুব

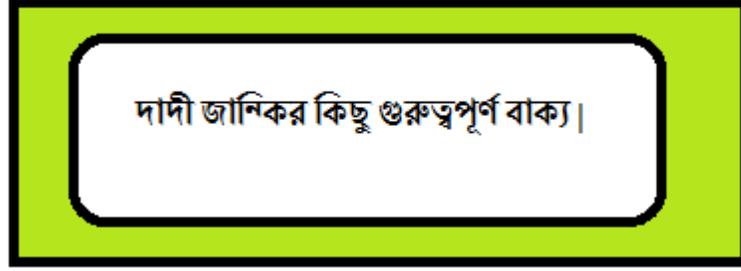
বেশি) গভীর না। চেহেরা সদা যেন হাসি খুশি থাকে। যেই রকম তোমাদের জর চিত্র যদি গভীর দেখে তো বলে যে আর্টিস্ট ঠিক নেই। এই রকমই যদি তোমরা সিরিয়াস থাকো তাহলে বলবে এর জীবন যাপনের কলা নেই।

শিববাবা সরণে আছে ?

২৬.০৩.১৩

ওম শান্তি

মধুবন



" সত্য থাকো , পাক্কা থাকো ,এতটুকু ফ্যামিলিয়ারিটির সংস্কার যেন না হয় তাহলে ফরিষ্টা হয়ে যাবে। "

বাবা নিজের সঙ্গে রঙের পিচকারী আমাদের সকলকে মেরেছে , আমরাও এক দুজনের ওপরে এই পিচকারী লাগিয়েছি। এমনি তো লাগাবো না , কাকে লাগাবো কিভাবে লাগাবো ? যে লাগাচ্ছে সে খুশি সহকারে লাগাচ্ছে , যার লাগছে সেও খুশি হচ্ছে। বাবার সামনের সভার সিন কতো সুন্দর হয়। বাবা আমাদেরকে এমন রঙ লাগাচ্ছে , আমরাও খুশি হচ্ছি। খুশি না হলে হলিও হতো না , না হলি (পবিত্র) হতাম। হ - লি (হয়ে গেছে), কোনো কাজ শেষ হয়ে গেলে খুশি মানানো হয়। সে ভালো রঙ লাগায় , ভাইব্রেশনের সাথে লাগায় , প্রেমের সাথে লাগায়। যদি কোনো প্রকারের ভারী পনা হয় তাহলে এভয়েড করে বলবে আমার এই সব ভালো লাগে না।

কেও প্রশ্ন করেছে যে তুমি ভয় হীন কিভাবে হয়েছ ? আমার কারো না কারো ভয় থাকে , তাদের তুলনাতে আমি কতো নির্ভয়। বাবার এতো জ্ঞান আছে তাই জন্যই তো এতো নির্ভয় হয়ে আছি , কারো সাথে ঝগড়া মারামারি তো নেই। ভয় কেন হয় ? কখনো কোনো এমন ভুল যেন না হয়ে যায় যার ফলে পশ্চাতাপ করতে হয়। এই কর্ম করলে এই সাজা , এই কর্ম করলে এই সাজা ...। তাই জন্য আমরা কম করে হলেও এতটা সত্য হয়ে যেন থাকি। আমরা সত্য পাক্কা হয়েছি , কারো নিন্দা তো করো না। **সত্য বললে**

শক্তি আসে , ভয় লাগে না | যে সত্য সে সিদ্ধ করে না যে আমি সত্য | বাবা বলে যে সত্য লুকিয়ে থাকবে না , কতই না পরীক্ষা আসুক না কেন বাবার সরণ আর মুরলির আধারে ভালো কর্ম করো , তাহলে সঙ্গমযুগে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের সরনাগত রূপে উত্সব বানানো আছে | আমরা বাচ্চারা না হলে বাবার জয়ন্তী কে মানত ? বাবা আমাদের জয়ন্তী মানায় | হ - লি আমরা করি তাই হলি মানাই | যদি নিজেদের মধ্যে মাইল মিশে না থাকো তাহলে কে জিগেশ করবে ? যা আমি বলবো সেটা এ করবে , আজ দিন অবধি এমনটাই হয়েছে | এ যেটা বলবে আমি সেটাই করবো , তাহলে মিলে মিশে করবে | এটাও হলো একটা ভালো বিধি , আমি বলবো সেটাই করবে এটা হবে না , যেটা ও চাবে সেটা মিলে করো , করাতে কোনো সমস্যা নেই , কোনো কথা নেই , কিন্তু এই কথা যার ভালো লাগে তারা মিলে মিশে করো , এক দুজনকে আগে রাখবে , কেও দেখলে কতো ভালো লাগবে ! **ওম শান্তি** |

জ্ঞান সরিতা - ৬ থেকে কিছু অধ্যায়ন |

"প্রত্যেকে নিজেদের অলৌকিক জন্মপত্রিতে দেখো যে আমাদের রেখা বা দশা কেমন হয়েছে |"

ত্রিকালদর্শী বাবা যে আমাদের সারা কল্পের জন্ম পত্রিকে জানে | সেই বৃক্ষপতি বাবা আমাদের সারা কল্পের জন্মপত্রীকে জানা সত্ত্বেও হিসেব জিগেশ করেছে যে প্রত্যেকে যেন বলে যে আমাদের জন্ম পত্রী কি ?

বাবা আমাদের জন্মপত্রীর হিসেব জিগেশ করেছে , যার আধারে জানা যায় যে আমাদের বর্তমান আর সঙ্গমের ভবিষ্য অর্থাৎ অন্তিম স্টেজ আর ভবিষ্যের আগের জন্মে কি হবে ? বর্তমানের আধারে অন্তিম আছে আর অন্তিমের আধারে ভবিষ্য আছে |

আমার প্রথমে একটা প্রশ্ন উঠলো যে বৃক্ষপতি জ্ঞানী যোগী বাচ্চাদের জন্মপত্রী জানতে চায় , ওখানে জতিশিরা জন্মপত্রী দেখে , ওরা কর্মের হিসাব কিতাব বলে , কিন্তু আমাদের জন্মপত্রী কর্মের খাতায় সমাপ্ত হচ্ছে তাই আমাদেরকে নিজেদের জন্মপত্রীর দ্বারা দেখতে হবে যে আমাদের হিসাব-কিতাব কতো দূর চুড়ু হচ্ছে ? এই জন্ম পত্রীই ধর্মরাজের আগে পেশ হবে | তাই প্রত্যেকে নিজেদের জন্ম পত্রিকে দেখো যে

আমাদের ভাগ্যের রেখা কেমন আছে ? আমাদের দশা এক রস থাকে কি ? এমন তো না আজ উচু কাল নিচু হয়ে যায় ? যেই রকম সিড়ির চিত্র দেখানো হয়েছে যে আমরা সঙ্গমের থেকে সোজা ওপরে চলে যাই , এই রকমই আমাদের দশা এদিক ওদিক তো হয় না | যে কোনো কারণে আমাদের দশা বদলে তো যায় না ?

বাবা আমাদের সকলকে নিজেদের রেখাকে সোজা বানানোর বা দশকে একরস রাখার সাধন দিয়েছে - যোগ | আমরা হলাম কর্মযোগী , আমরা যোগের দ্বারা রাজ্য স্থাপন করবো | আমরা হলাম জ্ঞান যুক্ত যোগী , আমরা হলাম পবিত্র যোগী | লোকেরা তো নিজেদের কর্মকে পবিত্র বানানোর পরিশ্রম করে কিন্তু বাবা আমাদেরকে প্রথমে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি পাকা করিয়েছে , আমাদের বুদ্ধিতে সদা বাবা আছে , আমরা হলাম লগনে মগ্ন থেকে পবিত্র যোগী হয়ে থাকি কারণ আমাদের সামনে বাপদাদা আছে , আমরা হলাম শীতল যোগী |

আমরা যোগী হই না কিন্তু যেই সময় থেকে আমরা বাবার কাছে এসেছি সেই সময় থেকে আমরা যোগী হয়ে গেছি | যোগী শব্দের অর্থ হলো দুনিয়ার সব জিনিসের থেকে অনন্তের বৈরাগ্য | যখন আমাদের স্টেজ যোগীর হয়েছে তখন আমার যোগ মায়ী ভাঙ্গতে পারবে না | এটা হলো ঈশ্বরীয় নেশা | এই উইল পাওয়ার যার থেকে দৃঢ়তা আসে |

আজকে বাবা বলেছে - তোমরা সকলে যুদ্ধের ময়দানে দাড়িয়ে আছ , তোমাদেরকে মায়াজিত জগত্জিত হতে হবে , ওই যোদ্ধাদেরকে খাইয়ে টাইয়ে এমন আরামে রাখে , শুধু তাদের এতটাই আদেশ হয় যে তোমাদেরকে বর্ডারের রক্ষা করতে হবে কিন্তু আমাদেরকে বাবা যোদ্ধা তো বলেছে , সাথে সাথে বলেছে যে তোমাদের যোদ্ধাদেরকে বৈরাগী আর ত্যাগী হয়ে থাকতে হবে | আমরা বাবার সাহারা নিয়ে নিজেদের জন্যই মায়াজিত হই , আমরা প্রথম থেকেই জানি যে আমরা হলাম বিজয়ী |

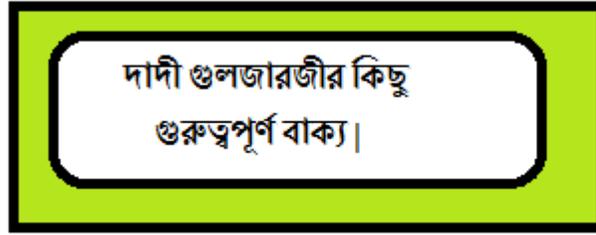
এখন প্রশ্ন ওঠে যে আমরা হলাম যোদ্ধা নাকি যোগী ? আমরা তো হলাম সহজ সরল যোগী | যোদ্ধা বলা ভারী কথা হয়ে যায় , আমরা হলাম সহজযোগী | সহজযোগী ভাবলে সব মুশকিল শেষ হয়ে যায় , ভারীপনা সমাপ্ত হয়ে যায় |

যোগী ভাবলে একই লগনে থাকি , কারণ নেশা থাকে যে আমরা বিশ্বতে রাজ্য স্থাপন করছি , বিশ্ব কে যোগের দ্বারা পরিবর্তন করছি | যোগীদের একই অতিন্দ্রীয় সুখে মগ্ন থাকতে সুখ প্রাপ্ত হয় | এই রকম নিজেদের সাথে কথা বলো তাহলে পরিশ্রম মুশকিল দেখা দেবে না | যোগের মস্তিতে থাকলে কতই না ব্যস্ত হও না কেন কিন্তু ব্যস্ত বলে মনে হবে না | পেপার আমাদের সব পাশ হয়ে গেছে , পেপার দিতে হবে এটা মনে হয় না | পেপার তো হয়ে গেছে এখন তো বিশ্ব সেবাতে নিমিত্র বসে আছি | সরল যোগী ভাবলে যে

কোনো মুশকিল সরল হয়ে যায়। আমাদের ৬৩ জন্মের খাতা শেষ হয়েই পরে আছে, বাকি নাম মাত্র কিছু আছে পুরো হয়ে যাবে।

যোগী জীবন হলো খুবই শীতল, খুব সরল থাকে, কোনো ভারিপনা না। এক বাবা সাথে আছে তাই সব সরল হয়ে যায়। যা জ্ঞান বাবা আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে তার ভেতরে সব কিছু সমিয়ে আছে, আমাদের সব জ্ঞান আছে, আমাদের সাইন্স দানিদের সাইন্সও সমিয়ে আছে। আমাদের এই সংকল্প আসতে পারে না যে আমাদের এই জ্ঞান নেই।

আমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বাবার একটা কথা ঘড়ি-ঘড়ি সরণে আসে যে বাবা বলেছে - বাচ্চে ঘরে ফিরে যেতে হবে। কম কাজ করা সত্ত্বেও ঘরে ফিরে যাওয়ার এটেনশন যেন হয়। আমরা সকলের আগে একটা স্যাম্পল। আমাদের চলন, আমাদের বোল, আমাদের প্রত্যেক কর্ম সকলে কপি করে। তাই এতটা এটেনশন রাখতে হবে।

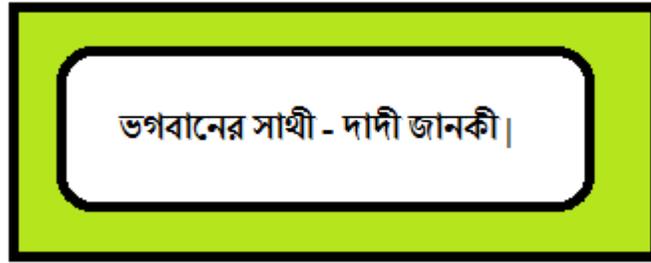


"বাবার মধ্যে আমার পনা আন তো আমার সরণ কখনো ভুলবে না।"

সকলের নয়নে কে আছে? আমার বাবা। আমার বাবা বললে নেশা চড়ে যাবে। আমার মিষ্টি বাবা, স্নেহের বাবা প্রথমে আমার। আমার কখনো ভোলে না। আমার বললে চলতে ফিরতে সরণে থাকবে। বাবা তো সারা বিশ্বের আছে কিন্তু আমার আছে তাই বাবা বলে আমারপনা আন বাবা আমার তাহলে নিজের থেকেই সরণ থাকবে। আমরা তো হলামই সারেভার, বাবার মধ্যেই সারা সংসার আছে তাই আমাদের জন্য সহজ আছে। যদিও সেবাতে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু বাবা যেন না ভুলে যায় এই বিষয়েই নাম্বার প্রাপ্ত হয়। কর্ম করার সময় কতো সময় বাবাকে সরণ করেছ এটা চেক করো, এই সেবা কে দিয়েছে? বাবা। এটা সরণে থাকলে তাহলে ভুলতে পারবে না। যেমন কি কেও যদি ভালো খাবার বানায় তাহলে যে বানায় তার সরণ থাকে,

সেই রকম সেবা হলো বাবার , বাবা দিয়েছে , এটা সরণে থাকলে বাবাকে ভুলতে পারবে না। এখন দিল্লির সকলকে ডবল সেবা করতে হবে , এই দায়িত্ব হলো শিক্ষকদের। আমাদেরকে দিল্লিকে তৈরী করতে হবে , রাজ্য করার জন্য। তাই কিছু তো দায়িত্ব নিতে হবে না। আমাদের কতো ভাই-বোনেরা আসে দিল্লিতে , খুশি আছে না। দিল্লিতেই সকলকে আসতে হবে। ভবিষ্যে রাজধানী দিল্লিতে হবে তাই জন্য আমাদেরকে দিল্লিকে সাজাতে হবে। প্রথমে চৈতন্য ফুলকে (স্টুডেন্ট) সাজাতে হবে। দিল্লিতে প্রথমে সকলের নজর বিদ্যার্থীদের ওপরে যায়। দিল্লিকে আমরা এমন ভাবে তৈরী করি যে দিল্লি যাতে নির্বিঘ্ন হয়ে যায়। বাবা যদি চার্ট দেখে তাহলে দিল্লির চার্ট যেন নির্বিঘ্ন হয়। আমাদের অবস্থ্যা এমন যেন হয় যাতে বাবা ন্যাচারাল সরণে থাকে। আমাদের কর্ম ওই প্রমান যেন হয় যেই রকম বাবা আমাদের শিখিয়েছে। বাবার সরণ আসলে সব কিছু সরণে এসে যাবে। নির্বিঘ্ন থাকার জন্য শিক্ষকেরা নিজেদের ওপরে এটেনশন যেন রাখে।

অমৃতবেলাতে উঠে নিজেদের চেকিং করো যে আমার মধ্যে কি কমি আছে ওই পয়েন্টের ওপরে সিমরন করে সেটাকে সমাপ্ত করো। কারণকে নিবারণ করো আর দেখো যে আমি এই কম্জরিকে সমাপ্ত করতে সফল হয়েছি কি ? দিল্লিতে থাকা সকলের বিশেষ দায়িত্ব আছে সকলে আমাদের কাছে রাজ্য করতে আসবে। আমরা হলাম নিমিত্র , আমরা সকলকে দিল্লিতে আসার নিমন্ত্রণ দিয়েছি। নিমিত্রদের ওপরে সকলের লক্ষ্য যায়। বাবা বলে এমন হও যাতে রাজধানীতে প্রথমে আশ , প্রথমে তো মাম্মা বাবার রাজ্য হবে কিন্তু তাদের সাথে আমরাও আসব তাই জন্য দিল্লিকে ভালো করে সাজাও। তোমাদেরকে দিল্লিতে দেবী-দেবতাদের আহভান করতে হবে। প্রথমে নিজেকে হতে হবে তার পরেই অন্যদেরকে সাগত করতে পারবে। দিল্লি হলো বিশ্বের আধার , আমরাই হবো। সদা খুশিতে থাকতে হবে আর নির্বিঘ্নও থাকতে হবে। যতোটা সম্ভব এখানেই সকলকে সন্তুষ্ট করতে হবে। আমরা হলাম দাতা , দিতেও তখনই পারবো যখন নিজেদের মধ্যে ভরপুর হবে। যতটা আমরা খুশি হবো দেখে সকলে খুশি হবে। আচ্ছা।



অন্যদের ওপরে বিশাস

যদি তোমাদের কোনো কাজের দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই নেও। তা হলেও, যদি এটা তোমাদের কাজ না হয় অথবা এটার দায়িত্ব অন্য কারো হয়, তাহলে এটাতে উল্লেখ পর্বে না। যদি তুমি সহযোগিতা করতে চাও তাহলে অধিক সূক্ষতার সাথে, বিশ্বাসের আধারে তোমরা নিজেদের সহযোগিতা দিতে পারো।

অন্যদের ওপরে বিশ্বাস রাখলে অনেক কাজ হয়ে যায়। এর অর্থ এমন অন্ধ বিশ্বাস না যে হাতের ওপরে হাত রেখে দেও, নিশাহারা হয়ে দেখতে থাকো। এর অর্থ হলো ঘটিত হওয়া ঘটনার প্রতি সাবধান থেকে, অন্যের ওপরে এতটা বিশ্বাস শক্তি ভরে দেওয়া যে সে যা কিছু করতে চায়, সেটা করতে সমর্থ নিজেও অনুভব যাতে করে। এটাকে বলা হয় বিশ্বাস করা, কিন্তু এটা আবার তোমাদের বিশ্বাস শক্তি দান করাও হলো।

সমস্যার সমাধান করা

যে কোনো সমস্যার সমাধান করার যুক্তি হলো এটা যে সমস্যার ফুলে ফেপে আসার আগে সেটার জর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া।

এর জন্য স্পষ্টতা তথা সত্যতার মতো গুণের প্রয়োজন, কারণ সকল সমস্যার সমাধান হলো সত্যতা। সত্যতার অর্থ হলো - মূল স্থিতি, যেই স্থিতিতে কোনো বস্তু, দৃষ্টিকোন তথা মানত্যা জুড়ে যাওয়ার পূর্বে হয়। এই সত্যতা তোমাদেরকে ঈশ্বরের সমীপে নিয়ে আসবে আর ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রভাবের দ্বারা তোমরা সমস্যার সার বা মূল কারণকে সহজেই বুঝে যাবে। যে কোনো সমস্যাকে তার মূল কারণের স্তরে সুলভে ফেলার কাজ হলো এক সুন্দর অনুভব। এই প্রভাব সুধরে ফেলতে সহযোগী হয়ে যায়, না কেবল তোমাদেরকে তথা ওই সমস্যাকেও, আর সেটাকেও যেটা সমস্যার কারণ হয়েছে।

প্রতিদিন নিজেকে জিগেশ করবে যে তোমরা নিজেদেরকে নিজেদের সার রূপে অর্থাৎ একটা আধ্যাতিক সত্যের রূপে তথা ঈশ্বরের বালক রূপে কতোটা বুঝতে পেরেছি। এটা না কেবল তোমাদের চেতনার বিকাশ করার বিধি তাছাড়াও রুহানি সৌন্দর্য বাড়ানোরও বিধি। এর দ্বারা সমস্যাকে সমাধান করার কাজ সহজ হয়ে যায়।

বিঘ্ন বিনাশক হও ।

১. নিজেদের মধ্যে যেই ব্যর্থ সমাচারের লেন-দেন চলে , ওই অভ্যাস যেটা বাড়তে থাকছে - এটাই হলো তপস্যাতে অনেক বড় বিঘ্ন । প্রত্যেকের বুঝা দরকার যে এটাকে নিজের মধ্যে সমাপ্ত করে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে , তখনই বিঘ্ন বিনাশক বলা হবে ।
২. যদি যে কোনো কথাতে যে কোনো প্রকারের এতটুকু অনুভূতি আসে - এটা কেন , এটা কি ... তো অনুভূতি আশা মানে বিঘ্ন রূপ হওয়া । সদা এটা ভাবো যে ব্যর্থ অনুভূতির থেকে পার , আমি হলাম অনুভূতি-প্রফ আত্মা । তাহলে , মায়াজীত বিঘ্নজীত হয়ে যাবে ।
৩. ৬৩ জন্মের বিস্মৃতির সংস্কার বা কন্মজরির সংস্কার ব্রাহ্মন জীবনে কথাও-কথাও মূল নেচার হয়ে পুরুশার্থে বিঘ্ন দিয়ে দেয় , তাই জন্ম স্মৃতি স্বরূপ হও ।
৪. ছোট-ছোট সূক্ষ্ম পাপ শ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ স্তিতিতে বন্ধ রূপ হয়ে যায় । তাই নিজেদের সূক্ষ্ম চেকিং করে ওই পাপগুলোর থেকে মুক্ত হও । এমনটা ভাববে না যে এটা তো সবাই করে , এটা তো আজকাল চলেই । আমি তো এটা হাসিতে বলেছি , আমার তো কোনো ভাব ছিলো না , এমনি বলে ফেলেছি ... এটাও সম্পূর্ণ সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করাতে সূক্ষ্ম বিঘ্ন । এটাকে চেক করো আর চেঞ্জ করো ।
৫. যে কোনো বিঘ্নকে চেক করো তাহলে সেটার মূল কারণ প্রিতের বজায় বিপরীত ভাবনাই হয় । ভাবনা প্রথমে সংকল্পে হয় , তার পরে বোলে আসে আর তার পরে কর্মে আসে । যেই রকম ভাবনা হবে , সেই রকমই ব্যক্তির প্রত্যেক বোল বা চলনকে ওই ভাবনা দিয়েই দেখবে , শুনবে বা সম্মন্ধে আসবে । ভাবনার থেকে ভাবও বদলে যায় । যদি কোনো আত্মার প্রতি যে কোনো সময় ঈর্ষার ভাবনা অর্থাৎ নিজেরপনার ভাবনা নেই তখন ওই ব্যক্তির প্রত্যেক চলন , প্রত্যেক বোলে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড এর ভাব অনুভব হবে আর সেটাই বিঘ্নের কারণ হয়ে যায় । তাই নিজের শ্রেষ্ঠ ভাবনার দ্বারা বিঘ্ন বিনাশক হও ।
৬. সেবাতে দুটো ভাবে বিঘ্ন আসে - ১-বাহানা দেওয়া । ২-সেবা করতে করতে মূর্খে পরা ।

৭. যখন তোমাদের কথনীর আর করনি এক থাকে না। বলা আর করাতে অন্তর হয়ে যায় তখন বিঘ্ন পরে যায়।
যদি বলো যে বিকার হলো খারাপ জিনিস, অন্যদেরকেও শোনাও কিন্তু নিজে ঘর গৃহস্থিদের থেকে আলাদা
না হয়ে চলো তাহলে বিঘ্ন পরে যায় তাই যা বলো সেটাই করো।

৮. যে ব্যর্থ সংকল্প আর বিকল্প চলে, সেটা অব্যক্ত স্তিতিতে স্তিত হওয়াতে বিঘ্ন হয়ে যায়। এই কারণেই
বারে-বারে শরীরের আকর্ষণে এসে যাও, এরও মূল কারণ হলো যে বুদ্ধির পরিছন্নতা নেই। বুদ্ধির পরিছন্নতা
অর্থাৎ বুদ্ধি যেই মহামন্ত্র প্রাপ্ত করেছে সেটার মধ্যে বুদ্ধি মগ্ন না হওয়ার কারণে অনেক বিঘ্ন এসে যায়।

উমং উত্সাহ আর সেবাতে বুদ্ধি প্রাপ্ত করার
জন্য কিছু বিশেষ চিত্র।



***ଓ ଶାନ୍ତି ***

